প্রথম ভোরের শিশির

শঙ্কর সাহা

BANGLADARSHAN.COM

একমুখ

এক মুখ কালো জ্যোতির কাছে
কোটি তারার আলো ম্লান।

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতি

প্রকৃতি প্রকৃত থাকে
মানুষ প্রাচীন মধ্যযুগে
আধুনিক ইতিহাসে মাতে।

সবুজ মাথা তুলে জাগে

রক্ত মাটি ঘাম, প্যাঁচপ্যাঁচানি,
নেই কোন দাম।
হাটে মাঠে ঘাটে, খুন বিকোয়
টাকায়, টাকায়–তাও নয়।
ক্ষোভ লোভ সুনাম
রাজনীতি,–মাতামাতি।
ভালোবাসা? শুটকি মাছের ন্যায়
ব্যঞ্জনায় রন্ধন শুনে পাতে ওঠে
ঠোঁট ছুঁয়ে যায়।
সব ধোঁয়া ধোঁয়া,
ছোঁয়া ছোঁয়া
না ধরা না পাওয়া,
আত্মিক? কোথাও কিছু নয়।
ঢেলে, ফুটো ঘটে
জল খুঁজতে চাওয়া!
চাঁদ, সূর্য রোজ ঘুরে যায়
দাঁত কপাটি দেখে।
শুধু মুক্ত নীল আকাশ,
বিনি পয়সার অক্সিজেন
তার মাঝে হাঁসফাঁস!
বৃষ্টির জল
একমাত্র সম্বল,
সবুজ মাথা তুলে জাগে।

BANGLADARSHAN.COM

তারায় তারায় সন্ধি

আমায় তুমি স্বপ্ন দিয়েছো
চোখ জোড়া জোড়া,
ভোরগুলি সব পাল্টে দেখি
বুকে দাপায় ঘোড়া।
সবুজ ঘাসে আঁচড় হাজার
জানিনা কোনটা কার,
তারায় তারায় সন্ধি কার
আকাশটা এক-করা।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু জুতো বদলে যাই

পায়ে পায়ে সময়ের
জুতো বদলে
সীমাবদ্ধ একটা রেখার
মধ্যে, পা রাখি,
অজানা নির্দেশে
বা তাগিদে,
পাহাড়ের চূড়ায়
কিংবা বেলাভূমিতে
পাতা ভিজিয়ে
যেখানে যাই,–
বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে
প্রসারিত হাতে যা ছুঁই
তাতে, আমার ঠিকানা কোথায়?
পৃথিবীর মধ্যে, স্বতন্ত্র প্রতি পৃথিবীতে
ঘূর্ণিপাকে, বড় ছোট
একটি আবর্তে।
মধ্যরাতের আকাশে
প্রশ্নের মুখোমুখি হই,
অস্তিত্ব নাই!
শুধু জুতো বদলে যাই।

BANGLADARSHAN.COM

বর্ণচ্ছটা পাশে...

ঘাম শুকিয়ে নুন, রক্ত ঝরা ধূসর
বছরের সাথে সেলাই করা বছর।
পাখা নীড়, পুড়ে পড়া কালের পৃথিবী
বিশুদ্ধ চেতনা খোঁজে একখানি ছবি
শান্তি! বন্ধ্যা, এক এককে, দু অঙ্কে দুই
মেলেনি কিসলে, দুরন্ত রোদে কিছুই।
হাতধরা, ছাড়া যারা, তারা কার কারা?
পুবেরটা পশ্চিমে চিনতে গিয়ে সারা!
ইসপাতে কালপুরুষ, সপ্তর্ষি আসে
শূন্যে পৃথিবী, বারুদে বাঁধা, ত্রাসে ভাসে।
নির্বিঘ্নে সৃষ্টি রামধনু নিয়ে কাটাবে?
হবে না। তবু নির্মল আগামী আসবে,–
রেখে পাঁজর গহিনে ক্ষত, মুখে হাসি
বর্ণচ্ছটা পাশে, তুমি এবং আমি আসি।

BANGLADARSHAN.COM

জলছবিতে

মনের উঠোনে নূপুরের ধ্বনি
বাউল তারে লাগল টান
জলছবিতে রঙের নাচনি,
ঘোর দৌড়ে ছোটে মনের বান।

আকাশ জোড়া আলোক মেলায়
স্বপ্নে স্বপ্নে রাখা,–কথার ঢেউ,
বিনা পালে দুই ডিঙি ভেসে যায়
মণি মুক্তা ভরা দেখেনি কেউ।

চেনার আনন্দ প্রতি বিপলে শুনি
অনুরণনে বাতাস গাওয়ায় গান
বৈচিত্রে রাঙানো প্রকৃতির হাতছানি,
মায়া মূর্চ্ছনায় ভাসে দুটি প্রাণ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম ভোরের শিশির

রক্ত নদী অনেক গভীরে শীতল হয়ে বয়
চাঁদের হাট তা দেখেনি।
তবু পাখাটাকে মেঘ চিরে নীল ছুঁতে হয়
দেবতা নীরব এখানে।
আগুন ঝড় পোড়ায় কখনও
সব ছাই মাটি লুকিয়ে রাখে,
সবুজ হতে মন বিষণ্ণ লুকায়
পাখির শিসে চেতনা হাঁটে আবার,
দাঁড় ঠেলে, পালে হাওয়া ধরে
বদলানো নদীর গতিতে চলা।
দুপারের হাতছানি ক্যানভাসে থাক
বিচারের নেই বেলা।
বৈশাখের প্রখরাতে, ক্ষোভ? শীতল।
যা দেখা, পাওয়া, যন্ত্রণা–
সব বেশী হলেও
পেয়েছি তারও অনেক বেশী।
সবুজের কোল থেকে
প্রথম ভোরের শিশির ছুঁয়ে
প্রতিদিন জন্মদিন উপলব্ধি করি।

BANGLADARSHAN.COM

দুঃস্বপ্নের রাত জাগে...

অসহিষ্ণু পৃথিবীর আকাশ বাতাস জল ভূমি
আণবিক গণ্ডিতে আনবে তুমি,—দুঃসাহসিক অঙ্গীকার।
বৃথাই তোমার মুক্তি,—মুক্তি চিৎকার।
চমৎকার একবিংশ শতাব্দী,—চমৎকার।
সব বাদ ছাপিয়ে দিলে সন্ত্রাসবাদ উপহার। চমৎকার!
যখন ছিল এ বীজ ঘরে
সে বীজ ছড়িয়েছো, দুয়ারে দুয়ারে
আজ মহিরুহর ঝাপটা লেগেছে তোমার,
তাই, ত্রাহি ত্রাহি রব।

অভুক্ত শকুনও শঙ্কিত দেখে
ঘরে, এবং ঘরের বাহিরে
মিছিলে নীরব মানুষের শব।
এ কেমন ধ্বংস ধ্বংস খেলা
পৃথিবীর বুকে জীবনের অবহেলা।
ঘৃণ্য! ঘৃণ্য এই সন্ত্রাসবাদ,
মিথ্যে তোমার নিধনলীলা
ফুটে উঠেছে চেহারা
তারই পাশে,—
স্তম্ভিত পৃথিবী। ভালোবেসে পৃথিবীকে
দুঃস্বপ্নের রাত জাগে সব পবিত্র চোখ...।

BANGLADARSHAN.COM

একসা

আলপনা দিলাম রক্তে
ঘুম ছুটে যায়।
সাতরঙা পথে মন হাঁটে
গহীন একসা নেশায়।
ঋতুমুখী স্বপ্নে,–চেতনা
বিস্ফোরক চায়।
অগ্নিপূত চিত্তে বিন্দু বিন্দু দ্যুতি
শুদ্ধি আনুক আশায়।
নিঃশব্দে, মনে কার আনাগোনা
নটরাজ নাচে সখ্যতায়
বোধ, বোধিবৃক্ষ নীচে দুজনা
পৃথিবীর স্পর্শ পবিত্রতায়।

BANGLADARSHAN.COM

তিন টুকরো

১

বীজটা ভালো ছিল
পাথরে পড়েছিল
কি ফল দিল?

২

রাতের সঙ্গে রাত প্লাস
পূর্ণিমা, অমাবস্যায় মাইনাস,
শেষটায় শুকনো ঘাস।

৩

কেউ ঘর পোড়া
কারও ঘর ভরা
বাউল মন ঘর হারা।

BANGLADARSHAN.COM

শূন্য কাটাকাটি খেলায়

না জানা পথে
বিস্তর মাপামাপি।
জাবেদা, খতিয়ান
আয় ব্যয়,
মিথ্যে হিসাবে
খাতা মোটা হয়।
কোথাও কিছু
উদ্ধৃত্ত নেই, সবটাই ঘাটতি।
শুধু লাভ চোখের, মনের
যারা শুধু দেখেছিল,
আর জেগেছিল,
আমি ছিলাম ঘুমিয়ে।
সময় দিয়ে সময়কে
না বাধার ভুলে,
সব হরানোর দলে।
শূন্য কাটাকাটি খেলায়
জীবন মেতেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

নিয়ত অবিরাম

আছড়ে পড়ে
এপারে ওপারে
নিয়ত অবিরাম
নদীর ঢেউ,
মনে হয়
আমার কাছের
আমায় ছেড়ে যাওয়া
চেনা কেউ।

আকাশের বুকে
রং মাখামাখি
কত চেনা ছবি
কত আঁকাআঁকি,
তবু মনে হয়
প্রথম দেখার
সেই চেনা ছবি
থাকবে বাকি।

সবুজ গাছ
পাতায় ভরে
রং বদলায়
পাতা ঝরে,
মনে হয়
দিনগুলি মোর
এমনি করে
রোজ সরে।

নীল আকাশে
মেঘের মেলা
কোথা থেকে আসা

BANGLADARSHAN.COM

কোথায় চলা,
মনে হয়
আমার জীবনে
গড়িয়ে চলেছে
এমনি বেলা।

BANGLADARSHAN.COM

বিনিদ্র চোখে

পরিচিত জায়গা
জ্যামিতিক পথঘাট,
সাপ লুডোর কোটে,
পারদ নামে ওঠে।
সলতে পুড়িয়ে চোখে কাজল
ওরা বলে প্রেমে পাগল।
স্তূপাকৃত পাথর দিয়ে
কোণার্ককে সাজিয়ে
সূর্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছিল–
দুরন্ত জীবন।
অক্টোপাসের সুরে বাঁধা
এতো পরিচিত পৃথিবী,
জটিলতার প্রতিদিনের প্রস্তুতিতে
অচেনা হাটে
চেনার পাশে
অতি-চেনাও,
বড় অচেনা–
অদেখা, অজানা, আর অদ্ভুত!
উন্মাদনা, নেশায় বাঁচি
আরও পরিচিত হতে।
বার করতে খুঁজে বা
বার করতেই হবে আগামীকে।
সারাদিন পথের সাথে পথ
মতের সাথে মত
মেলাতে চাওয়ার বাসনা,–
ক্ষুদ্র হীন্যতা নীতি সংঘাতে,
পৃথিবী প্রহরী হীন।
সারাদিন,
ঘূর্ণাবর্তে চেনা শুরুতে ফেরা,

BANGLADARSHAN.COM

ক্লান্তি ধুতে ঘরে।
বুকে নিয়ে বসে
বিনিদ্র চোখে
একগুচ্ছো জ্বলন্ত তারা।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপন পরশ

যে পেরেছো
বেশ করেছো,
যে পারনি লজ্জায়
অথবা সংকোচে,
তার দুঃখ
তারি কাছে।
আমি পেরেছি
রাত ছুঁয়েছি
খেলেছি আলোর সাথে
না-কথা বলতে বলতে
স্নিগ্ধ মমতায়
হারিয়েছে হৃদয়,
ছুটেছি অজানা দেশে
ফিরেছি ভোরে, শেষে।
কালো রাতটা
করেছি জয়
ঝেড়ে সব সংশয়,
ছিল সাক্ষী
তারারা একাধিক।
অনেক চেষ্টায়ও
মোছা যায়নি আঁচলে
সিঁদুরের দাগ।
সে তেমনি দিয়েছে
পূবের কপাল রাঙিয়ে
তারি গুণে,
আমার নতুন প্রভাত॥

BANGLADARSHAN.COM

বন্দোবস্তের রাজনীতি... ...

রক্ত তোমায় অনেক দিয়েছি।
শুকিয়ে মসৃণ কালো রাস্তায় পরিণত,
সে পথ দিয়ে সোজা উঠে গিয়েছো
সিংহাসনে। নিরাপত্তার কঠিন বলয়ে।
আর পলেস্তারের সাথে ঝরিয়ে দিয়েছো
দেওয়ালে লেখা–
বুকের কথা, বিপ্লব।
কারণ এখন মসনদে বসে
আধুনিক রাজা সেজেছো।
স্মারকলিপিগুলিকে সস্তা দামে নেওয়া,
আর স্বপ্নগুলিকে রুখে দেওয়া
তোমার একমাত্র কাজ।
বন্দোবস্তের রাজনীতি করে সময়কে
করেছো সহজ।
হোক তোমাদের জয়–
কারণ, এখন তোমাদেরই সময়॥

BANGLADARSHAN.COM

নীতি কড়চা

নীতি কথা
নীতি উপদেশ,
নীতি ব্যর্থ
নীতি বিশেষ,
নীতি কূটনীতি
নীতি রাজনীতি
নীতি আমায় নিয়ে খেলা,
নীতি বেসাতি
নীতি নিয়ে মাতামাতি
তবু নীতি নিয়ে পথ চলা।

নীতি প্রেম ছলাকলা
নীতি ঘর গৃহস্থালি চালা,
নীতি গীত গোবিন্দ
নীতি গীত রবীন্দ্র,
নীতি জীবন ছন্দ
নীতি নিত্য দ্বন্দ্ব,
নীতি নীতি ফেলে নীতি ধরা
নীতি আমায় বিভ্রান্ত করা,
নীতি চায়ের টেবিলে ঝরে পড়া
তবু নীতি নিয়ে রোজ বাঁচা মরা।

নীতি পৃথিবী ভাগ ভাগ
নীতি আমার চলা বাঁধা পাক,
নীতি বলা দূষণ রোধ
নীতি চর্চা–পরমাণু প্রতিশোধ,
নীতি শান্তির কথা বলা
নীতির এতো নিত্য খেলা,
নীতি বড়াই সভ্যতা

BANGLADARSHAN.COM

নীতি দিল বিশ্বজোড়া দারিদ্রতা।
তবু নীতি বিশ্বাস প্রেরণা আশা
নীতি আমার বিশ্বকে ভালোবাসা।

BANGLADARSHAN.COM

রক্তে উন্মাদনা সহস্র পবিত্র খুশি

হঠাৎ ভিড়ের মাঝে
একটি দিনের জন্ম হলো।
দুটি পথ একটি সূত্র পেলো
প্রখর আলো বন্যায় মধ্যাহ্নে।

সবুজ সারি সারি
চঞ্চল বিহঙ্গদল গান গেয়ে উঠলো
বাতাস ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌ল–সাথী,
হয়েছে রাজপথ রচনা, চ'ল এবার চ'ল।

রক্তে উন্মাদনা সহস্র পবিত্র খুশি,
আগুন হলো দ্বিগুন ফাগুন পরশে,
অবাক উজ্জ্বল চোখ সজল হরষে
বয়ে যায় ঝর্ণা সম কথার রাশি॥

BANGLADARSHAN.COM

গদি

১

একটা মানুষ
ছয়টা নদী
আটটা শকুন
সাতটা গদি।
বাঃ–বাঃ–বাঃ!

২

মূল্যহীন লাশের ঢেরে
শকুন দাঁড়িয়ে বলে কথা
লাল হওয়া খুনে গদি
বসবে সেখানে নেতা
বাঃ–বাঃ–বাঃ!

BANGLADARSHAN.COM

৩

পিঠটানে যত বিদ্বজ্জন
শূন্য এবং কাটা খেলা
অগা বগা গণতন্ত্রী হন
ভরা গদিতে তাদের মেলা
বাঃ–বাঃ–বাঃ!

৪

অন্ধ আলোর বর্ণনা দেয়
গদিতে নাচে খোঁড়া
সার্বজনীন সব অপরাধ হয়
যাদের কাছে জনগণ ছাগল ভেড়া
বাঃ–বাঃ–বাঃ!

বেঁচে থাকো শুঁয়ো

গায়ে নদীর ঢেউ
পায়ে পায়ে নৃত্যের ছন্দ
রোমাঞ্চিত তনুরুহর মাথায়
সূর্য মুহুমুহু কিরণ বদলায়।
ব্যর্থ হয় শৈল্পিক চেতনা ও শিল্পী
বার বার রঙ জল ধুয়ে যায়
তবু কি ছবি রূপ পায়?

শত কদর্যতার ভয়ঙ্কর রূপের বুকে
প্রকৃতি লুকিয়ে রাখে
আর এক বুক স্বপ্ন
একটি শ্রৌব্য স্বত্বা স্বরূপ।

BANGLADARSHAN.COM

দুহাত পাতি, তুলেনি–
শিরায় শিরায় উপলব্ধি,
কথা বলি–
স্তব্ধ গভীর ধ্যান ভাঙে
বেরিয়ে আসে বিনা সংঘাতে,
বিদগ্ধ জ্ঞানও হার মানে
একটি জীবন্ত বিপ্লবের কাছে।

নিপুন রঙের মাখামাখি
পাখায় পাখায় মন মূর্চ্ছা যায়
বিস্ফারিত জ্ঞানের দু আঁখি।

বেঁচে থাকো শুঁয়ো
আর শত সহস্র কাল
তুমিই তো বিপ্লব, চেতনা
অনুপম উপমা।
প্রজাপতি মূর্ত্তপ্রতীক
তুমি,–আমার পবিত্র সকাল।

দুধ জ্যোৎস্না নামে

যখন আকাশটা গুমরে
মাটি নড়ে ওঠে,
ত্রস্ত চোখের ডানার নীচে
প্রজন্মের পরবর্তী ডানা।

সবুজ স্নাত হয়
রঙে রঙে মাখামাখি
তখন কত ঘর উজানে ভেসে যায়
হয়তো বা স্বপ্ন রাশি রাশি।

সব অভিযোগ আকাশকে লক্ষ্য করে
সব নিবেদনও আকাশের দিকে মুখ ফিরে।
তখন আকাশে ছবির মেলা
পট পালটায় আর পালটায়
দুধ জ্যোৎস্না নামে প্রতি কামিনীতে
গন্ধে দ্বন্দ্ব ভেসে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

পায়ে পায়ে আসছে আগামীকাল

মাটিটাকে বিষাক্ত করাই কাজ
শিল্পী যতই গুমরে কাঁদুক,
মেঘ কত ধুয়ে সবুজ করবে পৃথিবী
যুদ্ধ উপহার দেওয়া ওদের
একমাত্র কাজ।
বারুদের স্তূপে ডলার ঘুমায়
পৃথিবীর অধিকার অভুক্ত থাকে।

এ অসমতা আর নয়।
আর কত কাল?
পৃথিবীকে সবুজ হতে দিতেই হবে
পায়ে পায়ে আসছে
আগামীকাল।

BANGLADARSHAN.COM

সময় যে বয়ে যায়

চাবিগুলো হাতে ছিল
তালাগুলো ছিল জংধরা
ধন্ধে আকাশ মাটি।
কণ্টক সমৃদ্ধ প্রেরণা পথে
পথ পথকে কেটে
সংকীর্ণ চেতনা
হারিয়েছে যুদ্ধটাকে।
এখন বাতাসে অবিশ্বাস
চোখে ক্ষত স্বপ্ন
সময় হাঁটুকে বেঁধেছে
শুধু তুমি খুশি হতে পেরেছো?
কী পারনি,–জানি না,–
আমাকে নীড় চিনিয়েছো।
তবুও তুমি বিষণ্ন কেন?
আমার, আমাদের–
হাজার হাজার আগামীর
কি হবে?
এই ভেবে–তুমি শুধু বল,–
‘এ বেলায়
অবেলার কথা
না বললে নয়।’
সময় যে বয়ে যায়!

BANGLADARSHAN.COM

বাদামী বাতাসী

সুগন্ধি সাবান গলে
ক্ষণে ক্ষণে
পুঞ্জিত শুভ্র ফেনায় ফেনায়
রামধনু রাঙিয়ে নেচে যায়,
তারপর নিশ্চিত রেখায় ধুয়ে নিঃশেষ!
ছায়ার বুক মাড়িয়ে, ছায়া ভেসে যায়
নির্বাক নিথর বাতিস্তম্ভ একাকী।

গোধূলি গভীরে
পাংশু মুখে দাড়িয়ে বাদামী বাতাসী
আশিষ আসি, আসি করেও, আসেনি,–
জানে না, আসবে কিনা।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকার রঙের বৈচিত্র নামায়
জুঁই বেল বকুল শেফালি স্বমহিমায়।
মন্থন চলে আঁধারী আলোয়
রঙিন জৌলুসে। সংহার
মাঝ সমুদ্রে, দানবের উল্লাসে উত্থাল,
হলাহল কার?
কে বুকে বয়,
পয়োনালি বয়ে নিয়ে যায়
ভ্রূণ রাশি রাশি।
কার অভিশাপ? কোন
বিধাত্রী কুড়ায়।

চাঁদেরা বাগানে সুরক্ষিত
সূর্য তবু সূর্যই রয়।
কাল নিয়ে যায় কালকে
রোজ পালটায়,–পালটায় দ্রুত পৃথিবী

পালটায় না শুধু বাতাসীরা।
আজও
বাদামী বাতাসী
অপেক্ষায়
আশিষ আসবে হেথায়।

BANGLADARSHAN.COM

হুঁ

ন্যাড়া বেলতলা যাবি?

–না।

ন্যাড়া কলা খাবি?

–না।

ন্যাড়া মাল খাবি?

–হুঁ

ঘুষ খাবি?

–উঃ হুঁ!

তবে সার্ভিস চার্জ নিবি?

–হুঁ,–

আমার কথায় শুধু মাথা নাড়বি।

–হুঁ।

তবে আর তোকে

দেখতে হবে না,

তুই নেতা হয়ে যাবি।

–হুঁ হুঁ!

BANGLADARSHAN.COM

বৃত্তের চারিপাশে

ভাব বিনিময় করব
একটা কোন চাই,
দৃষ্টি-বৃষ্টি দিয়ে হবে শুরু।
আসলে আমি,–
বৃত্তের চারিপাশে ঘুরি।

BANGLADARSHAN.COM

বধির

ভেবেছিলাম
শিল্পি হব
প্রকৃতির ভাষায়
রঙ তুলি নাচবে
ভাবনার তালে
জলে আর তেলে,
হায়! অভাবের চড়া দামে
স্বপ্নরা গেছে ডুবে
বধির আমি,–
এ-সময়।

বিশ্বাসে

বিশ্বাস দুটো
কখনও শিথিল
গভীর কখনও
কখনও এক হয়
কখনও হোঁচট খায়
তবু দুটো বিশ্বাস
বিশ্বাসে হাঁটে।

BANGLADARSHAN.COM

বিমূর্ত

একজন
নিত্যসঙ্গী আজীবন
আগে পাছে
ডাইনে বাঁয়ে,
মাথায় চড়েনি কখনও।
গভীর বিশ্বাসে
কম বেশী আলোয়
একান্ত সঙ্গী।
শুধু অন্ধকারে
তাকে হাতরে বেড়াই
সে থাকে তফাতে
বিমূর্ত অচেনা রূপকে
ভয় পেয়ে।

পশ্চিমের রঙটা পুবেতে ধরি

দিশা, চলো আর একবার
আকাশটা ভেদ করি
পশ্চিমের রঙটা পুবেতে ধরি,
অভিমান?—মনে রাখিনি
তুমিও রেখ না বুকে।

দূরে সরিয়ে
রঙ বাহারে নিজেকে সাজিয়েছো
রোজ। কিন্তু এও আমি জানি
তুমি তারপর একটাও
ছবি আঁকনি। অভিমানী,
অস্থির জোনাকের আলোয়
কেউ কখনও পৃথিবী দেখেনি।
এখন সস্তার বিচিত্র সময়
ভেদাভেদ নিছক একটা অভিনয়।

BANGLADARSHAN.COM

সাপ নকুলের বাচ্চাকে মেরেছে
তাই বলে সাপের সাথে
নকুলের পিরিতে বাধা নেই।

সব-বাদকে ছাপিয়ে এখন বাজারবাদ
কারণ ভোগবাদ ডাইনে বাঁয়ে।

সময়ের সময়কে হারানোর নেশা,
অবাক হওয়ার, কোথাও কিছু নেই।
অভিমানটা উদগত উপাঙ্গ
রাখলে মরেছো
না রাখলে আছো।

ওরা তো বেশ আছে
তোমার ডাইনে অথবা বামে
পশ্চিমে অথবা পুবে

দিব্বি ঘর ভাঙা জোড়ার খেলায়
মানবিকতার ধ্বজা নিরস্ত্রীরা বয়
সশস্ত্রীরা পৃথিবী দাপায়।
জনগণ ইঁদুর হয়ে ছোটে
বাঁশিওয়ালা রোজ পালটায়।
নানা সঙে নানা ঢঙে,
বার বার ভ্রম হয়
কথা জালে জড়ায়ে,
বিজ্ঞাপনও হার মানে,
সরলতা রোজ মরে
বাহারী পৃথিবীতে,

এর বাইরেও একটা
পৃথিবী আছে
একান্ত আমাদের।
দিশা, তুমি মিছে, থাক দূরে
চলো,—আর একবার
আকাশটা ভেদ করি,
পশ্চিমের রঙটা পুবেতে ধরি।

BANGLADARSHAN.COM

বিভাবে সর্বক্ষণ

দাঁড়ি, কমা
জিজ্ঞাসা চিহ্ন,
দম নিয়ে থামা,
ওঠা, নামা।

জুতো, জামা, প্যান্ট
ঘড়ি গাড়ি ঘোড়া
ঘুরির মত, নামা, ওড়া...
নীলিমায়
লাট খায়
আকাশ দাপায়
অথবা ভোকাট্টার আশঙ্কায়!

খুনশুটি অভিমান
রঙ ছোড়া ছুড়ি
কোলাজে ধরি,

মনের মধ্যে মন
বিভাবে সর্বক্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

কি আসে যায়

তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে
এক বছর,
নির্ভূল নয়।
শুধু পঁয়ষট্টি দিনেও
এক বছর হতে পারে
অথবা যদি
পাঁচশো দিনেও
এক বছর হয়
তাতে
কি আসে যায়?
আধুনিকতার নামে
সব যদি
আদিমতাকেও ছাপায়,
তবে
দিন মাস বছরে
কি আসে যায়?

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যাহ্নে সকাল

ঘর ছিল তোমার ঘরের পাশে
বকুলের গন্ধে
স্পষ্ট সুবাস বুকে আসে
আর সেই হোল,–আমার মধ্যাহ্নে সকাল
তারপর সকাল বিকেল আঁধার
আঁধার জুড়ে মিট্‌মিট্ করা আলোকছটা,
স্তব্ধতার মাঝে,–
পেঁচকের নিশ্বাস!
একটা হাওয়া–সেখানে
আর একটা খবর শোনায়,
ঘোড়ার খুর শান্ত
মন নিঃস্তব্ধতার মাঝে তাল ঠোকে
ঠোঁট দুটো নড়ে,
চঞ্চলতায়–
বুক ফেটে বেরিয়ে আসে
একটি কথা–
আমি একটি গান খুঁজে পেয়েছি
জীবন পূর্ণ এখানে।
ভাগ্যিস,–
ঘর ছিল তোমার ঘরের পাশে।

BANGLADARSHAN.COM

দুঁফোটা শিশির ধরে

তুমি এলে
ছুঁয়ে গেলে
চললে বহুদূরে
তাকালে না ফিরে।
নীরব পাতার বুকে
দুফোঁটা শিশির ধরে,
ভয় হয়! হারিয়ে গেলে?

BANGLADARSHAN.COM

শূন্যস্থানই থেকে যায়

শূন্যস্থান পূরণ করতে
ব্যস্ত রাখি জীবনটাকে

রোজ সাজাই
রোজ খুঁজি
রোজ সাজাই বাগানটাকে
আপন চোখ তাতে, বিস্ফারিত হ'ত।

সময় সময়কে করেছে অতীত
কূল ছেড়ে কূলে
ফিরে দেখি,
সবটাই সাজিয়েছি ভুলে।

শূন্যস্থান!
শূন্যস্থানই থেকে যায়।

কালচক্রে ছবিটা

একটা শকুন খায় ছিঁড়ে
তিনটে তখন ডালে,
তিনটে নেমে এলে
পাঁচটা সেখানে বসে
পাঁচটা নেমে আসে
আসে দলে দলে।

মহাভোজ সাঙ্গ হলে
শূন্য মাঠে
জ্বলন্ত ইতিহাস
বিমূর্ত রক্তের গল্প।

মহাকালের অমোঘ চলা।

BANGLADARSHAN.COM

এখানে সবুজ ছিল,
তাল বেতালের তলে
ছিল ভরা ঘর।
মহাপৃথিবীর ডাল থেকে
শকুন দেখেছিল।
এখন শুনশান
কালচক্রে
ছবিটা বদলে বদলে আসে।

...ছবিটা অকৃত্রিম

ক্ষয়িষ্ণুতা যখন জীবনকে
সন্দিগ্ধ করেছে, রক্তে
সুপ্ত হাসি, আগামী সত্তা
লুটোপুটি করে;
নারীর সাথে নাড়ির টানে।
পদ্ম গ্রন্থিতে জড়ানো
আকাশ দেখবে বলে–
প্রকৃতি এখানে অকৃত্রিম
জীবন তাই দুরন্ত।

ব্যস্ত সবুজ
পৃথিবীকে পদ্যময় করতে,
স্থির থাকে কি সাধ্য মেঘের
গর্জায় তীরে নীল সমুদ্র
বধির বিচিত্র পাহাড়, পাখিরা
মিলতে চায়, নীলিমায়।
সর্বত্র সবই ঠিক,
প্রকৃতি এখানে অকৃত্রিম।

মানুষের পরীক্ষাগারে
ভিড়ে রক্তে হাড়ে
ব্যস্ত মানুষ।
উদ্বাস্তু নিঃশ্বাস
জানে না, ভূখণ্ড কোথায়?
পৃথিবীটাই শুধু পুড়ানো হয়
গৃহযুদ্ধে লাল হয়
দেশ মহাদেশ,
ভরা সুখের পৃথিবীতে
সাঁজোয়া গাড়ি

BANGLADARSHAN.COM

মেসিনগানের, লেজারের দাপাদাপি
দুঃস্বপ্ন ঘুম কেড়ে নেয়
কাটে না, বুভুক্ষার সকাল।

দেশ পোড়া, ঘর পোড়ার গন্ধে
নিঃশব্দে বিচরণ শকুনের।

তবু পদ্মকে ফুটতে হয়
ছড়িয়ে পাপড়ি
দিতে পৃথিবীর পরিচয়।
প্রকৃতি এখানে অকৃত্রিম।

বোকা বানাতে
নেই ক্লান্তি
অপ-আলোদেবতার,
আঙুলের ডগায় নাচে
পৃথিবী মুনাফাবাজের,
ঘোরে বেঘোরে গৃহবন্দী মন,
গ্রন্থির পদ্মকে লুকিয়ে রাখা দায়!

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ বেচা কেনার ভিড়ে
উপগ্রহ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে যায়
প্রকৃতি তবু নানা রঙে সাজে
অনন্তকাল,
কবি দিশেহারা আলেয়ায়।

উজারিত সম্পদে
প্রকৃতি, মানুষ বাদ
বাটোয়ারা পৃথিবীতে,
গৃহ রুটি শিক্ষা
প্রকৃতিকে ভালোবাসার
আতলান্তিক আকাঙ্ক্ষা
কাঁটা তারে বাধা পায়।

শুধু পাঁজরের সার সার
পরিচিত মিছিল
যুগ স্বাক্ষর হয়ে
আসে আর যায়,
দেশে দেশে
মানবিকতার ধ্বংসের আণবিক চাষে
ঘুমায় সম্পদ
মানুষ অভুক্তই থাকে
যুক্তহীন দাম্ভিক পৃথিবীতে
যে ছবিটা অকৃত্রিম।

BANGLADARSHAN.COM

গণতন্ত্র এটাই

যুদ্ধটা কৃত্রিম
মানুষটা আসল,
মুনাফাটাই সব
গণতন্ত্রটা নকল।
তবু ওটাই চাই
চোর সাধু পাশাপাশি বাঁচে,
তন্ত্রে মন্ত্রে ভাই ভাই
গণতন্ত্র এটাই।

BANGLADARSHAN.COM

সুনাম

একটু না হয় ডান বাম
একটু না হয় রাম
রহিম না হয় একটু হই
এলাকায় থাকে সুনাম।

মা, তোমার আঁচলেই ছিলাম ভালো

বিভ্রান্তির ধাধায় কাটাকাটি খেলি
আকাশ ফালা ফালা হয়
ঘুড়ি, ঘুড়ি খেলায়
সূর্য ঘুরে যায়।
শরতে, পদ্মে পুকুর ভরা
মন ছুঁতে চায়
বাসি হবে বলে
ভয় পাই!
সব থাকুক আপন জায়গায়
ঋতুমতী হয়ে থাক পৃথিবী
দিনের বুকে দিন জমুক।
সব ভোলার ভিড়ে
থেকে থেকে মাকে মনে পড়ে,–
‘কোল হারা কন্যা আমি
আঁচলেই ছিলাম ভালো
আগে এতো আকাশ দেখিনি
রঙবেরঙের মেঘ মল্লার পেছনে
জমানো এতো কালো।’
মা, তোমার আঁচলেই ছিমাল ভালো!

BANGLADARSHAN.COM

এই আমার ভূগোল

আমার ভূগোল
খর্বিত চেতনা, সীমানায়!
ছোট পৃথিবীটা
কত জিজ্ঞাসা দিয়ে ঘেরা,
ক্লান্তি দাগ রাখে সবুজ মনে,
হোঁচট খায় চলা।
ভূগোল পেরিয়ে ভূগোল
ঘর ছাড়িয়ে ঘর
মন এবং মনের বাহিরে
জলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র সীমানা,
হৃদয়ের,–ছুঁতে মানা,
আমার হাসি আনন্দ স্বাধীনতা
সব বিত্রস্ত!
রাত জাগায়, আশঙ্কা
–এমন মানুষের পৃথিবী!
ওপারে বন্ধু স্বজন
এপারে আমার মন
কাঁটাতারে বাধা।
পাখির ডানায়
স্বাধীনতার মানে খোঁজে
নির্বাক চোখ,
এই আমার ভূগোল!

BANGLADARSHAN.COM

যেমন গাছটা ছিল

আমার সীমাবদ্ধতা
ছিঁড়ে দেয় আমার নকশি কাঁথা,
লেনদেন, ভোগবাদী চেতনা
তিমিরে,–তৃষ্ণার হাটে।

অজান্তে যারা
গড়েছে আমারে,
দিয়েছিল দুচোখে
স্বপ্ন মুঠো মুঠো
নুড়ি খেলার ছলে
খেলেছি, তা দিয়ে অবহেলায়,
বেলায় বেলায়
সদাগরি পাল উঠেছে নেমেছে,
গ্রহ নক্ষত্ররা দেখেছিল তা,
সবাই আমাকে দেখেছিল,
সব কিছু এবং সবাইকে,–
শুধু আমারই দেখা হল না!
পরিচিত পথে
মিশে গেছে বেলা,
দাঁড়িয়ে একলা
সেই পৃথিবীর শুরুতে
যেমন গাছটা ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

...বিমূর্ত চলমান ছবি

আত্মকথা
আত্মপ্রচারে যেখানে ব্যস্ত জীবন,
ঝলকানি রোশনাই আলোয়
শালীনতায় পালিশ করা
নিপাট শরীর নিগড়ে বেরনো
পোড় খাওয়া,
বিরক্ত না হওয়া ভূমিকায়
সপ্রতিভ অভিনেতা।
ধূমকেতু হয়ে আকাশ জুড়ে
প্রচার চায়। হোক ফানুস,
দৃষ্টিগুলি তার দিকে যায়,
কোথাও নেচিবাচক, ভাববাদ নেই।
শুধু অবাক করে, অবাক হন না।
সেই বর্তমান চেতনা,
অতি পরিচিত বিমূর্ত চলমান ছবি।
তিনি খুনী, কি ডাকাত,
বা খারাপ ছিলেন,
সে প্রশ্ন সীমার উর্দ্ধে,
বলা যাবে না।
এখন বাল্মিকী, এখন ভালো
নির্দেশদাতা।
তিনিই এখন সময়
তার কথাই শেষ কথা।

BANGLADARSHAN.COM

বাতাস রেখেছে ধরে

রাতটাকে ছিঁড়ে খাই
সূর্যটাকে ধরব বলে
প্রচণ্ড উত্তাপে ছেড়ে দেই
বলি,–
‘আলো হয়ে, এসো কোলে।’
এখন তখনে কত ফারাক
এখন শুধুই চাই আর চাই
অথচ সে সময়
কাগজের নৌকা
একটার পর একটা
বৃষ্টিতে ছেরে
বিস্ফারিত চোখে দেখতাম,
ভেসে যাওয়ার লড়াই।
কখনও হেলে দুলে
ধাক্কা খেতে খেতে নৌকারা
চলে গেছে। সেই পথ দিয়ে
ষাট, সত্তর,–চলে গেছে
রক্তমাখা একাত্তর, বাহাত্তর
আমার কৈশোর।
সবাই জানে বিপ্লব আসন্ন!
কোল খালি হোল মায়ের
সিথির সিঁদুর মুছে গেল
কত জনার। কত যুবতী
পিশাচের নখ দাঁতের সাক্ষী হোল,
কেউ কেউ হারিয়েও গেল!
বোমা, পাইগান, গুলি
বুটের আওয়াজ
দরজায় কড়া নাড়া, লাথি–
‘দরজা খোল শুয়ার’

BANGLADARSHAN.COM

এখানে ওখানে নাম না জানা
কত মাথার খুলি।
সব মাথা বিপ্লব চেয়েছিল।
স্কুল কলেজ স্তব্ধ।
তারপর ক্লান্তির ঘারে
নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে
বিশ্বাসটাকে চূর্ণ করা হোল
বিপ্লবটাকে টুপি পড়ানো হোল।
সেও খুশি, বিপ্লবও খুশি।

যুদ্ধ, আবার যুদ্ধ
নীরব দেওয়াল লড়ে গেল।
সূর্যটা উঠবে, না ডুববে?
প্রশ্নটা থাক।
ওটা আকাশের মাঝখানে
না পশ্চিমে? সে প্রশ্ন থাক,
কত স্ফুলিঙ্গ আকাশচ্যুত হোল।
নিখাদ প্রশ্নটাকে কেউ পছন্দ করে না,
আপনি বিপ্লব চান?
প্রজন্ম বলবে,–
সেটা আবার কি?
চায়, অর্থহীন উলঙ্গ আকাশ,
আর টাকা
উত্তরটা খাসা,
পারেতো বিপ্লবও কিনে এনে দেবে।
রাষ্ট্রযন্ত্রের দাপাদাপিতে
বণিকের বাণিজ্যতরী বণিক টানে না
মুকুটহীন রাজারাই যথেষ্ট
বুর্জোয়া বুর্জোয়া বলে
যে আকাশ বাতাস কেঁপেছিল
সেই আকাশপথে বুর্জোয়ারা
পূজা নিতে আসে

BANGLADARSHAN.COM

অক্ষমতা, অযোগ্যতা লজ্জা পায় না,
নিয়মের খাতিরে স্মারকলিপি কেন!
চমকে দাও
থমকে দাও
মেনে নাও।
থেকে থেকে চমকে উঠি!
শৈশবটা যখন উকি মারে
মনে বড় শান্তি পাই
নৌকাগুলি গায়ে গায়ে লেগে ভাসছে।

সে শৈশব নেই
সব লগ্নিকরণ অঙ্কে বাধা
তাই প্রাণে বাতাস লাগে না
কৌতূহল হাহাকার করে মরে।
শুধু প্রশ্নটা
মরে যাবে না,
আওয়াজ?
কেউ ধরুক না ধরুক
বাতাস রেখেছে ধরে।

BANGLADARSHAN.COM

এই নিয়ে বেঁচে থাকি

পৃথিবীর পাতা উল্টে পাল্টে
বীতরাগ রোজ ধুয়ে
তুলে রাখা স্বপ্নে তা দি
এই নিয়ে বেঁচে থাকি।

ভালো থেকো

অজান্তে স্ফুরণ ঘটেছিল
পলে গড়েছিলে তুমি
এক লহমায় ভেঙেছো খেয়ালে
দিয়েছো,–আবার সেই তুমি,
মাঝখানে
চোখ মনের ছোঁয়ায়
সমৃদ্ধ করেছ আমায়।
উত্তাল সাগর বুকে
ছিল না জল আলাদা,
মণি মুক্তার মত রাখা
ছিল গল্পের পাহাড়
সুখ স্মৃতির রাজপুরিতে
হারিয়েছি কতবার,
তবু দুটো,
চঞ্চল তরল মুক্তার কাছে
সব ছিল ম্লান।
খারাপ ভালো সবটাই
জোনাক আলো হয়ে
বেঁচে। তবু বলি,–
‘যেখানেই থাকো,
তুমি ভাল থেকো।’

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা তুমি

কবিতা রসে বশে হাঁটে
শুষ্কতায়
কখনও সোমালিয়া মায়ের
বুকের চেহারা নেয়,
আপোষহীন হয়ে ওঠে
ক্লান্তি ধুতে সে
প্রেমিকার আঁচল চায়।
পৃথিবী নতুন চোখকে দেয় রঙ
সারা গায়ে মেখে হাঁটি
কবিতা,–তুমি
কখন হয়ে উঠবে খাঁটি?

BANGLADARSHAN.COM

এক গল্পে বেঁধেছি

লতাগুল্ম হয়ে
ধরেছি জড়িয়ে
আলপনা দেব বলে।

নদী হয়ে
ছুঁয়ে গিয়েছি
দেশ ভেদ করে,
সারা আকাশের রঙ দিয়ে
এক গল্প বেঁধেছি
চুম্বনের হাটে,–
কোমল মাঠে.....

হলুদ ফুল হাতে
এক শিশু পরী।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী কতটুকু

যন্ত্রণা তীব্রতার কাছে
পৃথিবী কতটুকু?

অসহায় পাখি
খুঁজে বেড়ায়
হালকা আকাশ।

দীর্ঘতম অনিশ্চিত প্রতীক্ষায়

স্বপ্নকে ঘুমিয়ে রেখে,–নির্বিঘ্নে
একটি পথে
ডানা ছড়াবে বলে।

BANGLADARSHAN.COM

উল্টো পৃথিবীতে

রক্তগোলাপ কুঁড়ি
নখে দাঁতে ক্ষত বিক্ষত হ'ল
ধরেনি সামর্থ্য প্রতিবাদের
রক্ত ঝরেছিল গাছে,
সম্ভ্রমতা নিয়ে তারারা নীরব ছিল,
বাতাস চিৎকার করতে পারেনি
সবুজ ঘাস, মাটি বুক দিয়েছিল,
বেঁচেছিল একরাশ ঘৃণার মাঝে
প্রতিবাদ ছিল না।

কমিশন জানবেও না।

সিংহাসনে থাকে
খলনায়ক বীরদর্পে,
বর্ণাঢ্য মিছিলে হাঁটে
বাণী শোনায়,
সরল পৃথিবীর কথা
উল্টো পৃথিবীতে
অপরিচিত হয়ে ওঠে
প্রতিদিন।

BANGLADARSHAN.COM

কোনদিন কোন নদী

সবাই পক্ষে থাকে না
সবাই বিপক্ষেও থাকে না
বৈনাশিক জিঘাংসা পাশে
জীবন কতটুকু?
একটি নক্ষত্র-বুদ রামধনু
কোলে নিয়েছিল
বিশৃঙ্খল শাসন অনুশাসনে
আর একদিকে কোমল শৃঙ্খল
তার মাঝে এক নদী।
দুই কুল
রক্ষা করতে পারেনি
কোনদিন, কোন নদী।

BANGLADARSHAN.COM

সেই আরাধ্যা

মহান বা মহতী নইবা হলাম
তোমার কথা ভেবে
বেশ দিন কাটে।
কেউ পাগল বলে,
মনে করিনি কিছু
ওরা চেনে না
আমি তোমায় চিনি,–
নিয়েছি পিছু
চরিত্রহীনের চরিত্রচর্চায়
কি আসে যায়!
আমাদের মধ্যে থাক
নির্মল প্রতিদিনের পরিচয়
তোমায় যত জানতে যাই, দেখি
খাল বিল নদী ছাপিয়ে সমুদ্র
বন বনানি
পাহাড় পর্বত ছাপিয়ে অন্তরীক্ষ
মহাকাশ গ্রহ নক্ষত্রালোক সর্বত্রে,
শূন্য মহাশূন্যে অভিভূত বিস্ময়ে
কোটি আলোতেও অন্ধকারের জ্যোতিকে
ঢাকা যায়নি,
আবেশে মন
পূর্ণতা নিয়ে ফেরে
তুমি কে?
সেই আরাধ্যা?

BANGLADARSHAN.COM

লাশ নাচছে

ওরা হাঁটছে
হাসছে
বাঁশের খুটিতে বাঁধা
লাশ নাচছে।
কে দেখেছে
কে কেঁদেছে
কে ভেবেছে
কে যাচ্ছে?
লাশ নাচছে,–
লাশ নাচছে।

পরিচয় গোত্রহীন
অনন্ত পথের যাত্রী
মুক্তির আনন্দে কি
লাশ নাচছে?
ঘাম ঝরছে
রক্ত ফুটছে
কিন্তু লাশ নাচছে, লাশ নাচছে।

এখন শ্রেণীসংঘাত নেই,
ছিল না তার
রঙ ভাষা জাতের লড়াই।

এখন যে আকাশপাখি
শুনছে না কোন ডাকাডাকি
এ পৃথিবীতে
আর সে হাঁটবে না
দেশে মহাদেশের
কোন রাজপথে
আর সে গান গাইবে না,
আর কোন বুলেটে

BANGLADARSHAN.COM

সে লুটিয়ে পড়বে না
তার গান বাতাস বইছে,
উল্লাসে লাশ নাচছে
লাশ নাচছে।

শুধু ঘৃণা ভরে বলছে,–
‘উগ্র জাতীয়তাবাদের মাথায় লাথি,
ছিল সে পৃথিবীবাদী।’
পৃথিবী ছেড়ে সে যাচ্ছে
উল্লাসে তাই নাচছে।
লাশ নাচছে নাচছে নাচছে
লাশ নাচছে নাচছে নাচছে।

শুধু দুঃখ তার
রোখা গেল না
পৃথিবীর ভুখা
পৃথিবীর শত ভাগ
পৃথিবীর সুখ কেড়ে
আণবিক হয়ে ঘুমিয়ে
ধ্বংস তাহার।

থু থু থু থু!
ঘেন্নায় গেজলা
মুখ থেকে ঝরছে,
বাঁশ দুলছে
ওরা হাঁটছে
হাসছে
বিষণ্ণ লাশ তবু হাসছে,
সতীর্থরা পৃথিবী
ঘিরে ধরেছে,
লাশ নাচছে, নাচছে, নাচছে
লাশ নাচছে, নাচছে, নাচছে।

BANGLADARSHAN.COM

খাবি খাচ্ছি

লাট খাচ্চি
পাট ভাঙছি
আবার হাঁটছি
আবার হাঁটছি।

চেনা গলি
পথ ভুলি
ঘোল খাচ্ছি
ঘোল খাচ্ছি।

চেনা মুখ
দেয় দুঃখ
খাবি খাচ্ছি
খাবি খাচ্ছি।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতীক্ষায়

প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায়।
বর্ষা দু-তারায়
সবুজ ভাসছে
উষ্ণতা বিহীন দুধ চাঁদে।
আমার রাখা সব রঙেরা
সেখানে হারায়,
দিকহীন এক লক্ষে হাঁটি
পথ গভীরে,
প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায়।

BANGLADARSHAN.COM

একজনাতে

দৃষ্টির বৃষ্টিতে ভিজে
সৃষ্টির ভাষায় সেজে
দুজনা ছিল একজনাতে।

বিবর্ণ

রাতের গাথা স্বপ্ন
দিনের আলোয় বিবর্ণ।

নীরব কথার স্রোত

বিশ্বাসটা মরলে
সোমত্ত রঙ্কিনী
চোখে জ্বালা ধরায়
সুর ওঠে না মনের হাটে,
বিশাল স্বপ্নের আকাশটা
ছোট হয়ে আসে।
তখন মেঘ আকাশ তারা
গাছ ফুল পাখি নদী পাহাড়ের
কাছে যাই,
আঁকড়ে ধরে বাঁচি
নীরব কথার স্রোতে।

BANGLADARSHAN.COM

দুঃখী করি অজান্তে

ভালো পোষাকের আড়ালে
অসম্ভব ভালো করুণ চিত্র,
ব্রত রাখি দুঃখের কথা
কাউকে না বলতে। কিন্তু
নেই গাছের সবুজ শক্তি,
মেঘের উদারতা বা
পাহাড়ের নীরবতা
বা নিটোল কর্মযজ্ঞের
প্রকৃতির ভাষা,
দুঃখের কথা দুঃখকেই বলি
দুঃখী করি অজান্তে!

BANGLADARSHAN.COM

তোমায় পাশে রেখে

বুদ্ধের শুদ্ধতা কোথায় পাব?
চাঁদের তাপ দিতে পারি,
নাতিশীতোষ্ণতা বিভ্রাট ঘটায় মনে
ক্ষণে ক্ষণে চেতনা অবলুপ্তি পায়।
রাত গভীরে
সব ফুলের রঙ এক
ইস্পাত আকাশে জুঁই হয়ে জেগে
নীরব সাক্ষী তারারা,
অশান্তির আগুনে
থেকে থেকে
ধূসর পৃথিবী কেঁপে ওঠে।
অনেক গভীরে
অদিতির আর্তনাদ শায়িত।
তবু রাত ভোরে
শুদ্ধতা নিয়ে আগামী আসছে
সাজাতে হবে তাদের,
শুধু তোমায় পাশে রেখে।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা অনেক, কিন্তু কজন?

‘উনি পাড়ার গণ্যমান্য’
‘উনি পাড়ার ভদ্রলোক’
এ তকমা, ওরা সেঁটে দিয়েছে,
ওরা,–যারা ডাকলে
সভাপতি হতে হয়,
মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণে
প্রশংসা করতে হয়।

পুষ্পস্তবক, স্মারক দিলে
মাথা পেতে মেনে নিতে হয়
পরিচিতির লোভে,–
এটাই স্বাভাবিক নিয়ম!

BANGLADARSHAN.COM

এক এক সময় মনে হয়
এই তো সুযোগ
হাজার মানুষের মাঝে, এখান থেকে
মুখোশটা খুলেইদি
প্রকাশ করি আদর্শের কথা
মনের ঘৃণা
কিন্তু হায়!
ওদের সঙ্গে এসে গিয়েছি
অনেকটা পথ, জ্ঞানে অজ্ঞানে
এখন তকমার ভয়।
‘উনি ভদ্রলোক’
ওটা ‘ছোটলোক’ হতে
নেবে কতক্ষণ সময়,
অথবা যদি বলি
বা প্রকাশ করি
ওদের পরিচয়।
হয়ত পশ্চাতে পড়বে

কারও দক্ষিণ পা
ইট, চড়, ঘুষি ঝরবে
নতুবা দু-ঘা।
সব মুখ বুঝে
সহ্য করতে হয়
এটাই স্বাভাবিক বাঁচার নিয়ম।

ওরাই সমাজ
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ
আমরা অনেক,
কিন্তু কজন?

BANGLADARSHAN.COM

সিক্ত দুটি চোখ

সিক্ত দুটি চোখ ভক্ত তোমার
যখন ছিলে কাছেরও কাছে
মন ছিল বিজড়িত,
ছোঁয়নি একবার।

আজ দূর থেকে
কত দূরে তুমি
মন চোখ দুই চায়
দেখতে হাজারবার।

সব কথা, একটি কথা হয়

কিছু কথা বুকের মাঝেই থাকে
হাঁকপাক করে
শব্দ সৃষ্টি করে
কবিতা গড়ে
গান ধরে
ভাবের ভরে
স্বপ্ন সৃষ্টি করে।
কিছু কথা আছে বুকের মাঝেই ফাটে
বুক ফাটে
‘তবু মুখ ফাটে না হাটে’
ভেতরে একটি লজ্জাবতী গাছ
গুটিয়ে রাখাই কাজ
ধরার পরার পেলে আঁচ
অমনি মন বলে
‘সব যেমন আছে;–তেমনি থাক।’
কিছু কথা আছে বুকেই থাকতে ভালোবাসে
বুকটা তাদের বিগ্রেড
তারা জমায়েত হয়
মিছিল করে আসে
স্লোগানহীন চিৎকারে হাঁটে
বিগ্রেডের ঘাসে ঘাসে,
কখনও কাঁদে কখনও হাসে,
তবু বুকেই থাকতে ভালোবাসে।
কিছু কথা আছে বেরিয়ে আসতে চায়,
দূরের চোখ, যখন কাছের চোখ হয়
যাদুকাঠির ছোঁয়া লাগে মনে
মন বাউল, কথা আর গানে
সেইখানে কথারা পাগল হয়
বুকের কথা বুকে আর না রয়
তখন সব কথা, একটি কথা হয়।

BANGLADARSHAN.COM

আমি অন্ধ–যুধিষ্ঠির

কুরুক্ষেত্রের মধ্যে কুরুক্ষেত্র
আমি অন্ধ,–যুধিষ্ঠির
বুকের মধ্যে ধর্ম আগুন
বাহিরে চেতনা, জটিল সংঘাতে
শৃঙ্খলিত পা, পচা অভিমানে।
ফাগুন আগুন হারায়
সব শবের হাটে, আমিও পাশে হাঁটি
–অন্ধ যুধিষ্ঠির! অমোঘ নিয়মে
রক্তহীন এক রক্ত লেখা পথে।
এক বুক মাঠ ঘাসকে
হতেই হয় সবুজ।
অস্বচ্ছ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়
ভেজা চোখের গল্প কোথায়?
আপন অভিযোগ, অভিযোগের মুখোমুখি,
আমি সুখী? শান্তিতে আছি কি?
অবান্তর প্রশ্ন। প্রকৃতি নীরব,
জঠরে জড়ানো জলৌকা
সব ভরার মাঝে অসরতা
মহাশূন্যের কৃত্রিম আবর্তে যাত্রা,
শ্মশানের হাহাকারে একাকী তখন
অদৃশ্য যুদ্ধে
বাহিরে ও ঘরে,
সরলতা, বিশ্বাস, ত্যাগ, ভালোবাসা
চার স্তম্ভ বাদে
বৃথা আহ্বান,
শান্তির বুজরুকি গল্পকথা,
কুরুক্ষেত্রের মধ্যে কুরুক্ষেত্র
আমি অন্ধ,–যুধিষ্ঠির।

BANGLADARSHAN.COM

লাট খাওয়া ঘুড়ি

লাট খাওয়া ঘুড়ি
সরু মোটা রোগা চওড়া
এঁদো কাদা খোঁড়া
এলোমেলো গলি ঘোরা।
আকাশে ওড়া,
লাট খাওয়া ঘুড়ি।
বৃথাই ফালাফালা করে
ক্লান্ত হয়ে পরে
হারাতে গিয়ে যায় হেরে,
তবু ওড়ে,
অবশেষে যাবে ভেসে
সবুজ নীল
মেঘের দেশ ছেড়ে,
লাট খাওয়া ঘুড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

কপাট খুললেই চলা

কপাট খুললেই ভবিষ্যৎ
অন্ধকারকে ছুঁলো আলো

কপাট খুললেই পৃথিবীর উঠোন
ছড়ানো বকুল, তাল বেতালের মাঠ
এক নিঃশ্বাসে এক চক্কর।
দ্বীপ নদী বনানী দেশ মহাদেশ
মানুষ বন্দর সাগর,
বন্ধ্যা পায়ের ধূলো গায়ে
হারায় মনের হাট।

কপাট খুললেই ভিড়
মুখের মধ্যে মুখ,
না দেখাই ভালো
দেখলেই অসুখ।
সুখ অসুখ ছেড়ে
খুঁজি নীল প্রশস্ত ললাট।

কপাট খুললেই দিগন্ত
সুদূরপ্রসারী মন
ব্যস্ত বেলার সাথে মত্ত
সূর্য এ গগন থেকে ও-গগন।

কপাট খুললেই প্রশ্ন
পুনঃপ্রবেশ সংকীর্ণ অন্ধকারে
কাল আজের কি তফাৎ?
কপাটের পর কপাট
খুললেই চলা, এহাট থেকে ওহাট।

BANGLADARSHAN.COM

একটা গুনিন চাই

এখন
লেফট রাইট নেই,
যতটা পথ এগিয়েছি
পিছিয়েছি শত যোজন দূর,
কৃত্রিম পূর্ণিমার পেছনে
অমবস্যার হাট।
খানা খন্দর পথ ঘাট
বিকিয়ে বন্যাকে আহ্বানে
আর একটা হরপ্পার দীর্ঘনিঃশ্বাস
পড়ে ঘাড়ে।
ইমারতের অসংখ্য নিশান
আর ঠাট-বাট
নীল বিমূর্ত আকাশটা
হাতছানি দিতে হোঁচট খায়।
চোখে বৃষ্টি, ভাবনায় ক্লান্তি
তিলোত্তমা নামে, ভেতর অন্তঃসার
এখন ঘূণ ঝাড়ার, গুনিন চাই,
একটা গুনিন চাই।

BANGLADARSHAN.COM

মা, পৃথিবীর মঙ্গল চায়

যখন সন্ধ্যা নামে,
গাছে সারাদিনের কথা ভাসে
প্রদীপ শাঁখের ভাষা তুলসীতলায়,
মা, পৃথিবীর মঙ্গল চায়।

যখন সন্ধ্যা নামে,
আকাশ বদলে তারারা আসে যায়
বাতাসে কাদের কথা ভাসে
জোনাকি ইতস্তত আলো ছড়ায়,
প্রদীপ শাঁখের ভাষা তুলসীতলায়,
মা, পৃথিবীর মঙ্গল চায়।

যখন সন্ধ্যা নামে,
বাতাসে শিউলি গন্ধরাজ কামিনীর কথা
দানবের পাঠশালায় তখন জীবন কেনাবেচা
মদিরা ঘরে বাহিরে ছোটায়,
পৃথিবী রোমাঞ্চময় কার কাছে
কারও পৃথিবী রুটি খুঁজে যায়।
তখন প্রদীপ শাঁখের ভাষা তুলসীতলায়,
মা, পৃথিবীর মঙ্গল চায়।

যখন সন্ধ্যা নামে,
যুক্তিহীন পৃথিবী ব্যস্ত,
মানচিত্র জাতি বদলে দিতে দম্ভে
উদ্বাস্তু মন, শিশু পথে ঘুমায়।
তখন প্রদীপ শাঁখের ভাষা তুলসীতলায়,
মা, পৃথিবীর মঙ্গল চায়।

BANGLADARSHAN.COM

আবিষ্কার করি

বিশ্বাসের ধারালো চিন্তাগুলি
কাল নিরিখে
আবিষ্কার করি
ভুল রেখার টান,
কোলজের আলকাটা পথে
দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বাড়াবাড়ি,
প্রশ্ন সাগরে
শূন্য চিন্তা অপরাধী,
সবুজ নীল দুই মায়াবীর
হাত ধরে চলা।
একটি বৃত্তের মধ্যে
অপরিণত ব্যক্তি
পরিমিত পথে
অসার একাকী,
আবিষ্কার করি।

BANGLADARSHAN.COM

সাযুজ্যের হাট

মাটিতে আগুন
ছুঁয়ো না
নিয়ে ছুটো না
আলো পাও
তাপ নাও।
দেখ পৃথিবী নির্মল
গাণিতিক সুন্দর
সাযুজ্যের হাট।
কোলাহলে কত শব্দ
কত শিষ
কানপাত, দেখ
কাদের ভাষা,
ফিস ফিস
হিস্ হিস্
বাতাসে তরঙ্গে
দুর্বার গতিতে ছুটছে
ডাইনে বাঁয়ে
সামনে পেছনে
নীচে উর্ধে
যাচ্ছে ছুঁয়ে,
গাছের আকাশের
পাখির ফুলের
নদী সাগরের ভাষা
পাহাড়ের আর অনেকের
না জানা গ্রহনক্ষত্রের,
মানুষের পাশে
ভাষা ভাসে
শব্দ আর সংখ্যা

BANGLADARSHAN.COM

ছোঁও ভাষা হয়ে যবে,
কথা হবে দুজনায়
চেনা অচেনায়,
শুধু আগুন নিয়ে ছোটা নয়
আগুন আগুন খেলা নয়,
সব শব্দ ভাষা
থেমে যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতি টুকরো রাতে

প্রতি টুকরো রাতে
চাঁদ সূর্যের মেদুর দহন,
উষ্ণ উপধানে ছিল
পদ্ম ফোটার সংকেত।

শীতল রহস্যঘন আকাশে
গন্ধরাজের হাট,
চুঁয়ে পড়ছে পল বিপলে
সুস্নিগ্ধতা পৃথিবীর বুকে,

প্রতি টুকরো রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যথা

নিজেকে ব্যথা দাও
যদি ব্যথিত হও,
পরেরটা বুঝে নাও।

অদিতির পাঠশালায়

ছেড় না লাগাম,
তুমি আট ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে
পিছল উচ্ছল খারাপ খাড়াই
উতরাইতেও ছোট। মসৃণ
কোথায় কখন ছিল?

অদিতির পাঠশালায়
নিয়মিত চোখ রাখ। দেখ,–
সবাই শুধু দিতে প্রস্তুত
কেউ তোমার কাছে কিছু চায় না,
কেউ নয়, কেউ না
শুধু মানুষ ছাড়া।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ কোথায়

বিকলাঙ্গ বাসনা অন্তরালে
মুখে অচেনা মুখোশ,
আফ্রিকার সবুজ ছোঁয়নি,
নেই মাটির খাঁটি গন্ধ
নেই সন্ধ্যার আরতি
পবিত্র বাতি, বিশ্ব বন্দনা।
শুধু আগ্রাসনী বারুদ আস্ফালনে
ইতিহাস অসহায়,
অবাক এক মূক
আরও মূককে দেখে ভাবে
শেষ কোথায়?

BANGLADARSHAN.COM

অন্তত পৃথিবীর জন্য

নিজেকে বাঁচিয়ে রেখো
সব আড়াল করে
পৃথিবীকে বাঁচাতে,
তোমার মধ্যে
কঠিন আঘাত দেখেছো
ছুঁয়েছো। যুদ্ধের পোড়া কালি
পড়েছে মুখে, তোমার ভাতে,
গিলেছো বাঁচতে।
চোখে পৃথিবীকে ভালোবাসার
অদম্য নেশার অস্ত্রই ওদের ভয়।
ওরা সেদিনও পৃথিবী দাপিয়েছিল
ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে,
আজ আণবিকে কাঁপায়,—ভুয়া
শান্তি সভ্যতার কাঁদুনে গান
শুনিয়ে। তুমি বুঝতে পেরেছো
কারণ, সবুজ মনে অবুঝতার
কোন জায়গা নেই।
তোমার হাত হতে
বাঁচার গান এ-হাত
ও-হাত হবেই। তাই
বাঁচতে হবে। নিজের জন্য
নয়। অন্তত পৃথিবীর জন্য,
প্রিয়দের জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

আছি কি কোমায়?

পালিয়ে বেড়ানোর খেলায়
পটু। নিজেকে অনেকের থেকে
অজানা যাত্রায়
আঁকা বাঁকা পথ ধাঁধায়
রাখি দূরে। যেন
জ্যান্ত লাশ টেনে বেড়ানো!
চিমটি কাটি। দেখি,–
আছি কি কোমায়?

চেতনায় বিপ্লবী
নায়কের দুর্বার আস্ফালন,
ঐ স্বপ্নের ভিড়ে চোখে
আলো লাগলে চোখ
বুঁজে যায়।
জাগা প্রতিবাদ প্রতিরোধে ব্যর্থ
সেই লাশ হেঁটে যায়। আসলে,
আছি কি কোমায়?

দয়ায় আছি? নাকি
কারও বাপের পৃথিবীতে আছি?
কার পরিচালনায়
অযৌক্তিক যান্ত্রিক চলায়
সমাজ-পৃথিবী কালস্রোতে?
প্রশ্ন, আর কত কাল
জ্যান্ত লাশ টেনে বেড়ানো!
এমনি থাকব কোমায়?

BANGLADARSHAN.COM

গোধূলি রাঙাতে

তোমার জন্য
রামধনু থেকে এক চিমটে
রঙ নিয়েছি
গোধূলি রাঙাতে।
পাখিরা পথ নির্জন করেছে
গাছের সারির ছায়ায়
কাছের নদী কুলকুল
উলু রবে দুজোড়া পা
ধুইয়ে দিয়েছে,
এখন নিস্তব্ধতা ভাঙার
দুর্লভ সময়,
এসো, আদিম পবিত্রতার আহ্বানে
নিপাট ছবি আঁকি।
তুমি প্রস্তুত কি?
আমি তৈরি
রেখা ধরে হাঁটতে।

BANGLADARSHAN.COM

দুটো শিশির

দুটো শিশিরই যথেষ্ট
তোমাকে খুঁজে পেতে।

BANGLADARSHAN.COM

একজন বলল

পার ভাঙতে ভাঙতে
নদীটা বয়ে যাচ্ছিল।
একজন বলল,–
‘একটু পার তুলে দিয়ে যেও।’
নদী পার তুলে
পথ বদলে যায়।

॥সমাপ্ত॥